নতুন ছাত্রসংগঠনের ঘোষণা দিলেন সাবেক সমন্বয়ক বাকের

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে নতুন একটি ছাত্রসংগঠন। 'স্টুডেন্ট ফার্স্ট, বাংলাদেশ ফার্স্ট' স্লোগানকে ধারণ করে গঠিত হবে এই সংগঠনটি। সোমবার বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার এসব কথা জানান।

আবু বাকের মজুমদার পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

নতুন ছাত্রসংগঠনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু থেকেই নানা মতাদর্শের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং এখনো সেই বৈচিত্র্য বজায় রয়েছে। এই প্ল্যাটফরমে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, ছাত্রশক্তি, বামপন্থি ছাত্র সংগঠন ও ইসলামী ছাত্র সংগঠনের শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে কাজ করেছে এবং এখনো সক্রিয় রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জুলাই অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে দুটি প্রধান অঙ্গীকার—ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ ও একটি নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা পূরণ হলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হবে। একই সঙ্গে বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ যারা একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ অনুসরণ করেন, বিশেষত জুলাই অভ্যুত্থানের নেতৃস্থানীয় ও দূরদর্শী রাজনীতি গড়ে তুলতে আগ্রহী শিক্ষার্থীরাই মূলত এই ছাত্র সংগঠন সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সংগঠনটি 'লেজুড়বৃত্তিক' হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের ছাত্র সংগঠন লেজুড়বৃত্তিক ছাত্রসংগঠন হবে না। নতুন যে রাজনৈতিক দল গঠনের কথা হচ্ছে তার সঙ্গে এই ছাত্র সংগঠনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমাদের সংগঠনের নেতৃত্ব প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে 'বটম টু টপ' থেকে গণতান্ত্রিক উপায়ে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে। সংগঠনের আর্থিক বিষয় অভ্যন্তরীণ চাঁদা দেওয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কবে নাগাদ সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ হতে পারে সেই প্রশ্নের জবাবে জানানো হয়, এখনো আমাদের তারিখ ও নাম চূড়ান্ত হয়নি। জনমত জরিপ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের নাম প্রকাশ করা হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, নতুন ছাত্রসংগঠন গঠনের লক্ষ্যে আজ ও আগামীকাল সারা দেশে শিক্ষার্থীদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে জনমত জরিপ ও সদস্য সংগ্রহ করা হবে। অনলাইন ও অফলাইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, জাবি, জবি, রাবি, চবিসহ দেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সম্ভাব্য সব কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসায় এই প্রচারণা চালানো হবে। এছাড়াও নতুন সংগঠনে যারা যোগ দেবেন, তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে সরে আসবেন বলে জানিয়েছেন তারা।

এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আব্দুল কাদের বলেন, আন্দোলনের সময় ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, বাম ছাত্র সংগঠনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। তবে আন্দোলন শেষে তারা সবাই নিজেদের সংগঠনে ফিরে গেছেন। কিন্তু এর বাইরে এমন এক বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল, যারা কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্ল্যাটফরম নেই। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়েই আমরা একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।